গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
সেন্ট্রাল রোড, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
http://food.rangpurdiv.gov.bd
www.dgfood.gov.bd

প্রোগ্রাম নং- ৪৫/ডিআরটিসি।

স্মারক নং ঃ ১৩.০৮.০০০০.০০৫.৫০.০৪০.১৭. ২৩৪ তারিখঃ ২৪/১/১৮

প্রাপক ঃ ১. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ভুল্লিরহাট এলএসডি, ঠাকুরগাঁও
২. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, দেবীগঞ্জ এলএসডি, পঞ্চগড়।

বিষয় ঃ **সড়ক পথে ২০০ (দুইশত) মেঃ টন বোরো'১৭ সিদ্ধ চালের চলাচল সূচি।**

সূত্র ঃ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, পঞ্চগড় দপ্তরের ২৪/০১/২০১৮ তারিখের ১১৭নং স্মারক।

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, পঞ্চগড় সূত্রস্থ স্মারকে জেলার দেবীগঞ্জ এলএসডিতে ভিজিডিসহ অন্যান্য খাতে বিলি-বিতরণের জন্য চালের চাহিদা প্রদান করেছেন। বর্তমানে দেবীগঞ্জ এলএসডিতে চালের মজুত কম থাকায় ভিজিডিসহ অন্যান্য খাতে বিলি-বিতরণের জন্য চাহিদাকৃত চাল সরবরাহ করা প্রয়োজন। এ বিভাগে বোরো'১৭ সিদ্ধ চালের মজুত পর্যালোচনায় দেখা যায় পঞ্চগড় জেলার পার্শ্ববর্তী ঠাকুরগাঁও জেলায় চাহিদার অতিরিক্ত পর্যাপ্ত বোরো'১৭ সিদ্ধ চাল মজুত রয়েছে। স্বল্প দূরত্ব বিবেচনায় ঠাকুরগাঁও জেলার ভুল্লিরহাট এলএসডি হতে ডিআরটিসি সূচির মাধ্যমে বোরো'১৭ সিদ্ধ চাল পঞ্চগড় জেলার চাহিদাকৃত এলএসডিতে স্থানান্তর করে চাহিদা পূরণ করা যায়।

এমতাবস্থায়, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, পঞ্চগড় চাহিদার প্রেক্ষিতে ভিজিডিসহ অন্যান্য খাতে বিলি-বিতরণের জন্য স্বল্প দূরত্ব বিবেচনায় ও পশ্চাৎপদমুখি চলাচল পরিহার করে ২০০ (দুইশত) মেঃটন বোরো'১৭ সিদ্ধ চালের ঠিকাদারওয়ারী সড়কপথে নিম্নোক্ত চলাচল সূচী জারি করা হলো।

ক্রঃ নং	ঠিকাদারের নাম	প্রেরণ কেন্দ্র	গ্রাপক কেন্দ্র	পণ্য	পরিমাণ (মেঃটন)	শ্রেণী	পরিবহণ মাধ্যম
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	
১	মে/আমিনুল হক	ভুল্লিরহাট এলএসডি	দেবীগঞ্জ এলএসডি	বোরো'১৭ সিদ্ধ চাল	৫০.০০০	১নং স্লাব	সড়ক
২	মে/মমি এন্টারপ্রাইজ				৫০.০০০	ঐ	ঐ
৩	মে/আরিফুল ইসলাম	ঐ	ঐ	ঐ	৫০.০০০	ঐ	ঐ
৪	মে/লুৎফর হায়দার রশিদ	ঐ	ঐ	ঐ	৫০.০০০	ঐ	ঐ
				সর্বমোট =	২০০.০০০ (দুইশত)		

নির্দেশনাবলী ঃ

১. জারিকৃত সূচীর অধীনে প্রেরিত চাল অবশ্যই বিনির্দেশসম্মত হতে হবে এবং ওয়ারেন্টি মোতাবেক চাল প্রেরণ করতে হবে।
২. প্রেরিত খামালের চালের মান কারিগরি শাখার কর্মকর্তাগণ কর্তৃক পরিদর্শিত, যাচাইকৃত এবং ভৌত বিশ্লেষণকৃত হতে হবে।
৩. প্রেরক কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রেরিতব্য চালের বস্তায় ১০০% ক্রয়কেন্দ্রে ও মিলের স্টেনসীল (যে ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য) নিশ্চিত করে দিবেন। অনুরূপভাবে প্রাপক কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চালের বস্তায় ১০০% ক্রয়কেন্দ্র ও মিলের স্টেনসীল দেখে বুঝে নিবেন। এর ব্যত্যয় হলে সৃষ্ট যেকোন জটিলতায় দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রেরক/প্রাপক কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের উপর বর্তাবে।
৪. প্রেরক কেন্দ্র কর্তৃক প্রতিটি ইনভয়েসের বিপরীতে নমুনা ও ভৌত বিশ্লেষণ রিপোর্ট প্রদান করতে হবে।
৫. প্রেরক কেন্দ্র হতে ইনভয়েসে অটো/হান্ডিং উল্লেখ করে দিতে হবে। প্রাপক কেন্দ্র অটো/হান্ডিং অনুযায়ী পৃথক পৃথক খামাল গঠন করবেন।
৬. প্রেরক কেন্দ্রে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক গঠিত কমিটির তত্ত্বাবধানে সূচিকৃত পণ্য বোঝাই দিতে হবে।
৭. মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, মহোদয়ের ১৬/৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ৭৯০ নং স্মারকে জারীকৃত নিম্নরূপ নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবেঃ
ক. যে কেন্দ্র হতে সূচী জারী করা হয়েছে অবিলম্বে সেই কেন্দ্রের জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিবিড় তদারকীতে উক্ত কেন্দ্রের চালের ভৌত গুনগতমান যাচাই করতে হবে।
খ. জারীকৃত সূচীর অধীনে কোন কেন্দ্র হতে বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল ও এলএসডি এবং মিলের ষ্টেনসীল বিহীন কোন বস্তা প্রেরিত হলে ঐ কেন্দ্রের সূচী বন্ধ রাখাসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।
৮. উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কারিগরী খাদ্য পরিদর্শক কর্তৃক খামাল সার্ভে করতঃ বিশ্লেষণ প্রতিবেদন ভি-ইনভয়েসের সাথে গেঁথে দিতে হবে। ঠিকাদার/প্রতিনিধিগণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সংগৃহীত নমুনা যৌথ স্বাক্ষরে সীলগালা করে ট্রাকের সাথে প্রেরণ করতে হবে। ওয়ারেন্টি অনুযায়ী মালামাল অবশ্যই প্রেরণ করতে হবে। কোনক্রমেই চলাচল সূচীর অনুকূলে পোকাক্রান্ত বা জীবন্ত পোকাসহ নিম্নমানের খাদ্যশস্য প্রেরণ করা যাবে না। অন্যথায় প্রেরকের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৯. সূচীপ্রাপ্ত ঠিকাদারগণ সংশ্লিষ্ট সি.এস.ডি/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে যোগদান পত্র দাখিল করবেন এবং সি.এস.ডি/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর চলাচল সূচী যাচাই করে নিশ্চিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট খাদ্য গুদাম হতে মালামাল পরিবহণের ব্যবস্থা করবেন।
১০. প্রেরণ কেন্দ্র হতে খাদ্যশস্য প্রেরণের ক্ষেত্রে ভি-ইনভয়েসে বিতরণ সংকেতসহ সংকেত প্রদানের তারিখ উল্লেখ করতে হবে। তাছাড়া ভি-ইনভয়েসে পণ্য উল্লেখ করতে হবে। তদ্রুপ প্রাপক কেন্দ্রকে মালামাল প্রাপ্তির সাথে সাথে তা খামাল কার্ডের নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
১১. সকল ক্ষেত্রেই ব্যাক মুভমেন্ট পরিহার করে এই সূচী কার্যকর করতে হবে।
১২. প্রেরক/প্রাপক কেন্দ্র থেকে দৈনন্দিন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর হতে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে প্রেরণ ও প্রাপ্তির অগ্রগতি জানাতে হবে।
১৩. প্রেরণকারী কর্মকর্তাকে মালামাল প্রেরণের সাথে সাথে ভি-ইনভয়েস ইস্যু করতে হবে এবং প্রাপকগণ মালামাল প্রাপ্তির পর এবং ভি-ইনভয়েস প্রাপ্তির সাথে সাথে প্রাপ্ত অংশ পূরণ করে তা সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করবেন। প্রেরক প্রেরিত মালের প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা উত্তোলনপূর্বক যৌথ স্বাক্ষরে ১টি নমুনা ভি-ইনভয়েসের সিসি কপির সাথে পরিবহনকারীর মাধ্যমে প্রাপক কেন্দ্রে পাঠাবেন ও ১টি নমুনা নিজের কাছে রাখবেন। এর ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট প্রেরণ কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন।
১৪. গুদামে খামাল পরিদর্শনপূর্বক গুদাম লেজারে খাদ্যশস্য প্রেরণ এবং প্রাপ্তির এন্ট্রি সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ ভি-ইনভয়েসে স্বাক্ষর করবেন।

p-2(45).jpg

১৫. প্রেরণ/প্রাপক কেন্দ্রের সাইলো অধীক্ষক/ম্যানেজার/সি.এস.ডি./এস.এন্ড.এম.ও./ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ চলাচল সূচীর মেয়াদ শেষে নিম্নোক্ত ছকে প্রেরণ/প্রাপ্তির বিবরণী জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর সহ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে প্রেরণ করবেন।

ছক ঃ

সূচী নং ও তারিখ	ইনভয়েস নং ও তারিখ	প্রাপ্তির তারিখ	ঠিকাদারের নাম	প্রেরক	প্রাপক	প্রেরিত মালের পরিমাণ	প্রাপ্ত মালের পরিমাণ	পরিবহণ ঘাটতি/ বাড়তি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

১৬. পরিবহণকালিন সময়ে সরকারি খাদ্যশস্য কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি/তছরূপ/জালিয়াতি/আত্মসাতের জন্য ঠিকাদার দায়ী থাকবেন এবং সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৭. ঠিকাদার/প্রতিনিধিগণ প্রেরণ কেন্দ্রে খাদ্যশস্য গ্রহণের স্বপক্ষে এবং প্রাপক কেন্দ্রে খাদ্যশস্য বুঝিয়ে দেয়ার স্বপক্ষে নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র স্বাক্ষর করবেন।

১৮. ট্রাকের ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত মালামাল পরিবহণ করে পরিবহণকৃত মালামাল এবং বাংলাদেশ সরকারের যেকোন প্রোপার্টির ক্ষতি সাধন করলে/হলে ঠিকাদার/প্রেরণ কেন্দ্র দায়ী হবে।

১৯. প্রাপ্ত সূচীতে খাদ্যশস্য পরিবহণকালে আর্থিক ক্ষতির অজুহাতে অথবা খাদ্যশস্য পরিবহণে ব্যর্থ ঠিকাদার উক্ত সূচীর জন্য পরবর্তীতে সমন্বয় সূচী প্রাপ্তির আবেদন করতে পারবেন না। তবে Force Majeure এর আওতায় ঠিকাদার আবেদন করতে পারবেন।

২০. ***এই চলাচল সূচীর মেয়াদ আগামী ২৮/০১/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।*** নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিবহণে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিরুদ্ধে চুক্তি অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২৪/০১/১৮

(মোঃ রায়হানুল কবীর)
আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক
রংপুর বিভাগ, রংপুর।
ফোন ঃ ০৫২১-৫২১৪০
rm.rng@dgfood.gov.bd

২৪/০১/১৮

স্মারক নং ঃ ১৩.০৮.০০০০.০০৫.৫০.০৪০.১৭. ২১৪(৬) তারিখঃ ২৪/০১/১৮

অনুলিপি ঃ সদয় অবগতি/অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণার্থে।

১ মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
২. পরিচালক, চলাচল,সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। এ বিষয়ে মহোদয়ের সাথে আলোচনা ও অনুমতি উল্লেখ্য।
৩. সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তর ঢাকা। খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৪. জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঠাকুরগাঁও/পঞ্চগড়
৫. উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ...।
৬. মেসার্স ..... সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার/প্রতিনিধিগণ বস্তার গায়ে ষ্টেন্সিল দেখে মালামাল বোঝাই দিবেন এবং নমুনায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যৌথভাবে স্বাক্ষর করবেন। ভাল মানের মালামাল বুঝে নিবেন এবং যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে উহা গন্তব্যে বুঝিয়ে দিবেন।
৭. বিল শাখা/নোটিশ বোর্ড, অত্র দপ্তর।
৮. দপ্তর নথি।

২৪/০১/১৮

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক
রংপুর বিভাগ, রংপুর

২৪/০১/১৮